R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD – 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৯শে আগষ্ট, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বেআইনী বাড়ী নির্মাণ চললেও ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ চুপ

বিশেষ প্রতিবেদক : রাজ্যের যে কোন পুরসভায় বেআইনী বাড়ী নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ জামিন অগ্রাহ্য অপরাধ। এতে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাও হতে পারে। তবে আইন বই এর পাতায় আর সে আইন মেনে চলা বা প্রয়োগ করার মধ্যে যে একটা বিস্তর ফারাক আছে জঙ্গিপুর পুরসভার নাগরিকদের বাড়ি নির্মাণ দেখে এটা বেশ বোঝা যায়। বিগত কয়েক বছরে পুর এলাকায় বহু সংখ্যক নতুন বাড়ী নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন-সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বলা যায় অধিকাংশ নাগরিক সচেতন ভাবেই পুর বিল্ডিং আইন লঙ্ঘন করছেন। নাগরিকদের মধ্যে এই মানসিকতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে পুর এলাকার অধিকাংশ বাড়ী বেআইনী হিসাবে গণ্য হবে বলে জনৈক অভিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। বাড়ী নির্মাণের সময় পুরবাসীদের কিছু পুর আইন মেনে চলতে হবে বলে পুরপতি জানান। যেমন বাড়ি নির্মাণের সময় বাড়ীর চারধারে তিন ফুট করে জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে। ঐ তিন ফুট জায়গাতে কেবলমাত্র বাড়ীর দরজা ও জানলার সানশেড তৈরী করা যেতে পারে। মোট জায়গার ৬৫ শতাংশের বেশী জায়গায় নির্মাণ কাজ করা যাবে না। বাড়ীর চারধারে বাউণ্ডারী ওয়াল পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু করা যাবে না। প্রধান রাস্তা থেকে নীচু জমিতে বাড়ী করতে হলে তাতে মাটি ভরাট করে রাস্তার লেভেলে আনতে হবে ইত্যাদি। তবে কথা প্রসঙ্গে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এও জানান, পুর আইনের সবটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনেক কারণে সব সময় মানা সম্ভব হয় না। এই পুর আইনকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী তৈরী পুরসভার দু'পার—রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুরে ব্যাপকভাবে চলছে বলে বহু অভিযোগ আসছে। অন্যদিকে বেশ কিছু সচেতন পুরবাসীর অভিযোগ, বিধি বহির্ভূত বেআইনী নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভার হাতে যে ক্ষমতা আছে সেটা প্রয়োগ করার কোন আন্তরিক চেষ্টা পুর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হচ্ছে না। প্রসঙ্গতঃ এক দায়িত্বশীল পুর কর্মী জানান, উপর মহল থেকে কোন কড়া ব্যবস্থা না নিলে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। কারণ কিছুদিন (৩য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের বিজয় মিছিল থেকে বার হয়ে একজনকে হত্যা

ফরাক্কা : স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হওয়ায় গত ৯ আগষ্ট বেলা ৩টা নাগাদ এক বিজয় মিছিল বার হয়। ব্রাহ্মণীগ্রাম, রামরামপুর ও দুর্গাপুর তিন রাস্তার মোড়ে হঠাৎ মিছিল থেকে বার হয়ে কয়েকজন উত্তেজিত যুবক হাসেন সেখ নামে ব্রাহ্মণীগ্রামের একজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ঘটনাস্থলে মেরে ফেলে। জানা যায় হাসেন সেখ (৩৫) একজন প্রতিবন্ধী দিন মজুর। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নাকি যুক্ত ছিলেন না। হাসেনের আত্মীয়-স্বজনরা সিপিএম সমর্থক এটাই নাকি তাঁর অপরাধ। পরে হত্যাকারীরা হাসেনের খুড়তুতো ভাই ইসলাম সেখের বাড়ী ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এই ঘটনায় বিজয় মিছিল পরিচালক অপু পাণ্ডে ও টিকি সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বাস দুর্ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জের দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগষ্ট রাতে বহরমপুরের বেলপুকুর গ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে এক বাস দুর্ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জ গোপালনগরের কৃষ্ণা ঘোষ (৪২) ও শুভদীপ মুখার্জী (৪) মারা যায়। কৃষ্ণাদেবী স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী। 'দয়াময়ী' নামে রঘুনাথগঞ্জ—কলিকাতা রুটের বাসটি ঐ দিন সকালে রঘুনাথগঞ্জ থেকে মায়াপুরে রিজার্ভ গিয়েছিল। দর্শনার্থীদের নিয়ে রাতে ফেরার পথে বহরমপুর ঢোকার ৫/৬ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পুরসভায় অনাস্থা পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ আগষ্ট ধুলিয়ান পুরসভায় ১০—৯ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ এই অনাস্থাকে ঘিরে ধুলিয়ান শহরে বেশ উত্তেজনা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সভা সমাবেশ চলতে থাকে। ১৭ আগষ্ট পুরসভার ২৫০ মিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপনকুমার মাইতির উপস্থিতিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রসঙ্গত (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুজাপুরে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে সরকারী অফিস অন্য লোকের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সুজাপুরে আম ও লিচুবাগান কেটে জমি বিক্রির চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন ঐ গ্রামেরই মুস্তাক আলি, হাজিমুদ্দিন সেখ, সেলিম সেখসহ কয়েকজন গ্রামবাসী। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে দেওয়া এক অভিযোগপত্রে তাঁরা জানিয়েছেন ১২১নং দাগের ঐ জমির মালিক লাইলা খাতুন ও তাঁর স্বামী আনিসুর রহমান নির্বিচারে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
হাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ সুবর্ণজয়ন্তী সমাপ্তিতে ॥

ভারতের স্বাধীনতালাভের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান গত বৎসর শুরু হইয়াছিল। এই বৎসর গত ১৫ই আগষ্ট ৫১তম বর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া তাহার সমাপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। দিল্লীর লালকেল্লা-প্রাকারে যথারীতি পতাকা উত্তোলন করা হয়; কুচকাওয়াজ, বিমানমহড়া হইয়াছে। সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য পদযাত্রাদি অনুষ্ঠিত হয়। সংসদকক্ষে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেশবাসী শুনিয়াছেন। মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখিয়াছিলেন। বেতারানুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্‌', 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' প্রভৃতি সঙ্গীতাদি সারারাত্রিব্যাপী পরিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সম্মানসূচক পুরস্কারাদি প্রদান করা হইয়াছে।

উৎসব-অনুষ্ঠানাদির কোনও ত্রুটি ছিল না; তবে সেগুলি যেন গতানুগতিক, যেন প্রাণের স্পর্শ ছিল না বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। যাঁহারা 'পেসিমিষ্ট', তাঁহারাই হয়ত এই ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকিবেন। মনে হইতে পারে যে, সারা ভারতের সাম্প্রতিক নানা পরিস্থিতির কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আজ শক্ত-পোক্ত ভিতের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্নের কোনও অবকাশ থাকিত না। জন্মলগ্ন হইতেই 'মিলিজুলি' কেন্দ্রীয় সরকার টলমল করিতেছে ও কোন্ সময় যে পড়িয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুবিধাবাদীরা এই অবস্থার সুযোগ লইতে সদা তৎপর। মাত্রাতিরিক্ত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, দেশের নানা জায়গায় উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ, জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে 'ছায়াযুদ্ধ', পরমাণু বিস্ফোরণজনিত আন্তর্জাতিক চাপ ও অর্থনৈতিক অবরোধ ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জেরবার হইতেছে। কোনও কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক হুমকি সত্ত্বেও সরকারের নির্ভয়তা দেখা গিয়াছে। দীর্ঘদিনের কাবেরী-জলকলহের মীমাংসা এই সরকার করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু এ আই এ ডি এম কে নেত্রীর বিভিন্ন বায়নাক্কায় প্রধানমন্ত্রী যেসব কাজ করিতেছেন, তাহা অবশ্যই সমালোচনার বিষয় হইতেছে। এ আই এ ডি এম কে দল যেন সমর্থন তুলিয়া না লয় এবং সরকার যেন পড়িয়া না যায়, সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী ওই নেত্রীর দাবীর বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে নরম হইতেছেন, নেত্রীকে শান্ত রাখিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। ইহার ফলে প্রধানমন্ত্রীর দলের অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইতেছে। আবার কংগ্রেস দল অপরাপর দলের সহযোগিতায় বর্তমান সরকারকে ফেলিয়া দিয়া ক্ষমতায় আসিবার প্রস্তুতি লইতেছে। প্রধানমন্ত্রী হয়ত ইহার জন্য ভাবনায় পড়িতে পারেন। দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য তাঁহার সরকার ঠিকমত আত্মনিয়োগ করিতে পরিতেছে না। দেশের যত্রতত্র পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স—সংক্ষেপে আই এস আই ছড়াইয়া পড়িয়া অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে লিপ্ত আছে। তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করা দরকার; নহিলে দেশের নিরাপত্তা ক্রমশঃ বিঘ্নিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কিছু ভাবা দরকার। 'বেঙ্গল প্যাকেজ' এর রূপায়ণ প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর সুস্থিরতা না আসিলে কিছুই হইবার নয়।

এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতালাভের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হইয়াছে। আজ দেশ যে দুর্দিনের মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্ব স্ব মতাদর্শ নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন করুক—ইহাই সকলের কাম্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরপতি একটু দেখুন

আমরা আপনার পুর এলাকার কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবক। বামফ্রন্ট সরকারের বদান্যতায় আমরা ভাগ্যবান অভিভাবকরা মাঝে মধ্যে বিদ্যালয় থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের দেওয়া মিডডে মিলের জন্য বরাদ্দকৃত ৩ কেজি (?) করে চাল পায়। গত ১৮ আগষ্টও সে চাল পেলাম। খবর নিয়ে যেটুকু জেনেছি ঐ চাল জঙ্গীপুর পারের জনৈক জৈন সম্প্রদায় সরবরাহ করে থাকেন। সরকার কুইন্টাল পিছু ৮৬০ টাকা দরে ঐ সব ব্যবসায়ীদের কাছে চাল কেনেন ও সম্পূর্ণ ভর্তুকীতে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করেন। আমরা বর্তমান চালের চেহেরা দেখে আতঙ্কিত। আমাদের ছেলেমেয়েদের দুরের কথা, বাড়ীর কাজের লোকদের সে চাল বিনা পয়সায় দিলেও তারা নিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সদ্ব্যবহারের জন্য ভিক্ষুকদের দেবার মনস্থির করি। দুর্ভাগ্য ভিক্ষুকরাও আমাদের চরম অপমান করে সেই চাল দরজায় ফেলে দিয়ে গেছে। রেশনে এরচেয়ে অনেক কম দরে যে চাল দেওয়া হয় তার নমুনা অন্ততঃ ঐ চালের থেকে ভাল। তাই আমরা কয়েকজন অভিভাবক মাননীয় পুরপতির কাছে আবেদন রাখছি, দয়া করে এ ব্যাপারে আপনি একটু সচেষ্ট হয়ে সরকারের বরাদ্দকৃত দরের সঙ্গে সরবরাহ করা চালের মানের যে ফারাক তার মধ্যে কোন্ ভূত বাসা বেঁধে আছে সেটা দেখুন নতুবা চাল সরবরাহ বন্ধ করুন।

—কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
কয়েকজন অভিভাবক

প্রসঙ্গ ঃ মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের হালহকিকৎ

[বিড়ি ব্যবসায়ীদের নানা ধরনের আইনী জটিলতার সমাধানের বিশ্বস্ত সঙ্গী কোম্পানীর কর্মীরা। মজার কথা হলো অন্যের ন্যায্য হকের টাকা ছিনিয়ে নিতে যাদের ছাড়া মালিকরা এক মুহূর্ত চলতে পারেন না তাদেরও ন্যায্য মজুরি কিংবা অন্যান্য সুবিধার কোনো বন্দোবস্ত নেই বিড়ি শিল্পে। এবারের পর্বে তাদেরই টানা-পোড়েনের ছবি।]

পেটে খিদে নিয়েও আনুগত্যে অটল কারখানার কর্মীরা

দফাহাটের পাতু হালদারের ছোটো ছেলে সনাতন ছাড়া তার অন্য ভাইরা কেউ প্রাইমারীর গণ্ডী পেরোয়নি। কিন্তু সনাতন একে একে প্রাইমারী, হাই স্কুলের মাইলষ্টোন পেরিয়ে পৌঁছে গেছিল অরঙ্গাবাদের ডি, এন কলেজে। সুতী-২ ব্লকের গ্রামের ছেলে সনাতন বি, কম পাস করে পারিবারিক মাছ ধরার পেশায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। সে কাজ করে অরঙ্গাবাদেরই এক বিড়ি কোম্পানীতে। কাজ অফিসের খাতা-পত্র ঠিক রাখা, এক্সাইজ ডিউটি, মুন্সীদের হিসেব, তামাক পাতার হিসেব রাখা। মাইনে মাসে ১২০০ টাকা। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কোম্পানীতেই কাটায় সনাতন। আর অন্য ভাইরা পারিবারিক পেশায় থেকে অনেক বেশী রোজগার করে। আর বিড়ি কোম্পানীতে সনাতনের না জোটে ঠিকঠাক মজুরী না জোটে ওভারটাইম। কেবল কি সনাতন, মহকুমার প্রতিটি বিড়ি কোম্পানী তেই দেখা মিলবে এ ধরনের হায়ার সেকেণ্ডারী কিংবা বি, কম পাস তরুণ থেকে প্রবীণ মানুষদের। এদের কোনো বাঁধাধরা মাইনে নেই। নেই ওভারটাইম। পি, এফ কাটা হয় অথচ অধিকাংশর (৩য় পৃষ্ঠায়)

মহকুমায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমায় ৫১তম স্বাধীনতা অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় পঃ বঃ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন এস ডি পি ও স্বপন মাইতি। ঐ দিন থানা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। যদিও সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণ সর্বত্র অনুষ্ঠানে কিছুটা ভাটা পড়ে। বিভিন্ন বিদ্যালয়েও দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। জঙ্গীপুর লায়ন্স ক্লাব ফুলতলায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেন। রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তবে স্থানীয় ক্লাবগুলির পক্ষ থেকে দিনটিকে উদযাপনের তেমন কোন খবর পাওয়া যায়নি। বরং স্থানীয় অগ্নিফৌজ ক্লাবের এক সদস্য ক্ষোভের সঙ্গে জানান এবার নাকি তাঁদের ক্লাবে পতাকা উত্তোলনও করা হয়নি। অন্যদিকে সাগরদীঘি ব্লক অফিসে দিনটিকে উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রভাত-ফেরী, সন্তরণ প্রতিযোগিতা, ফুটবল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মনিগ্রাম কিশোর সংঘ, বালিয়া নেতাজী সংঘ, কালিয়াডাঙ্গা প্রাঃ বিদ্যালয়, ছোটকালিয়ার শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার ও অগ্রণী ক্লাবও প্রভাত-ফেরী, পতাকা উত্তোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করেন।

বেআইনী বাড়ী নির্মাণ চললেও (১ম পৃষ্ঠার পর)

আগে জঙ্গিপুর পারে এক স্পর্শকাতর ওয়ার্ডে বেআইনী নির্মাণে বাধা দিতে গিয়ে পুরকর্মীরা অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। এছাড়া ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছে। তাই এই পরিস্থিতিতে পুর এলাকায় বেআইনী নির্মাণ কাজ সমানে চলছে।

বিড়ি শ্রমিকদের হালহকিকৎ (২য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগপত্র নেই। নিয়োগও যেমন হয় মালিকের মর্জি মতো তেমনি কাজও চলে যেতে পারে এক মিনিটের নোটীশে। মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এসে গড় হিসাবে দেখা যাচ্ছে এদের মাস মাইনে ৮০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে। মাইনে নির্ভর করে কোম্পানীর অবস্থা, কর্মীর ব্যক্তিগত কুশলতা, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি 'বাবু'দের খেয়াল-খুশির উপর। রোববার ছুটি। তবুও বাবুর হুকুমে মাঝে মাঝেই রোববারও অফিসে কাটাতে হয়। এরাই নানা কাগজপত্র সাজিয়ে তুলে দেন বাবুদের হাতে যা দেখিয়ে তাঁরা নিয়মিত পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন বিড়ি বাইণ্ডারদের। শ্রমিকদের সঙ্গে সে কারণেই এদের একটা দুরত্ব আছে। শ্রমিক নেতারাও এদের বিষয় নিয়ে কিছু ভাবতে পারেননি, কারণ এরা তো মালিকদের একান্ত অনুগত। বছরের পর বছর ধরে গলায় শিকল পরে থেকেও তার থেকে বেরিয়ে আসার কোনো প্রয়াসই নেই এদের, কারণ এদের কাছে শিকল তো সুদৃশ্য বকলেস। অরঙ্গাবাদের এক সংস্থার এ ধরনেরই এক প্রবীণ কর্মী বলেছিলেন বাবুদের কষ্টের কথা। বাবুরা কতো সমস্যার মধ্য দিয়ে ব্যবসা করছেন সে কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্যই করে ফেললেন, বিড়ি ব্যবসাতে আজকাল আর লাভই হয় না। স্বাভাবিক-ভাবেই মালিক তাকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না এ কথা তার পক্ষে বলা কি শোভা পায়? কিসের আশায় এ আত্মপ্রবঞ্চনা! বোধহয় যদি কোনোদিন বাবুদের সুনজরের কৃপায় কোম্পানীতে ম্যানেজারের লোভনীয় চেয়ারটা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রয়েছে কিছু উপরির আয়োজন। মুন্সীর কাছ থেকে হপ্তা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বাড়তি আয়ের সুযোগ আছে অফিসের কর্মীদের। আর চাকরির স্থায়িত্ব যেহেতু প্রশ্নাতীত নয় সেকারণেই স্বেচ্ছায় ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করা বুদ্ধিমানের কাজ তো নয়ই। তাই খোসামোদ আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকেই জীবন বলে মেনে নিয়েছেন মহকুমার কয়েক হাজার শিক্ষিত মানুষ। শ্রমদপ্তরের জনৈক পরিদর্শক সবিস্ময়ে বললেন, অন্যের মুখের ভাত কেড়ে নিতে যাদের হাত সদাই ব্যস্ত তাদের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডার দাবীতে লড়াই আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বিড়ি রোলার, চেকারদের ইউনিয়ন আছে কিন্তু মালিকদের একান্ত বিশ্বস্ত এ ধরনের কর্মীদের কোনো ইউনিয়ন নেই। কারণ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে যারা বাধ্য হয়েছেন তাদের রক্ষা করবে কোন্ বিপদভঞ্জন?

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

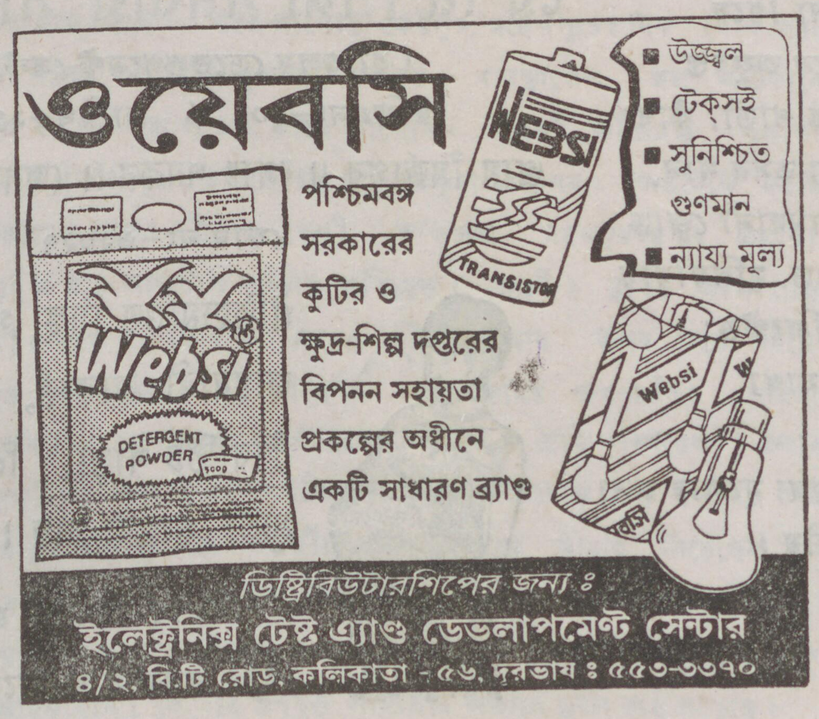

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার)
বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

চালু চিমনী ভাটা বিক্রী

৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে গদাইপুর এলাকায় একটি চালু চিমনী ভাটা এবং ব্যবসা উপযোগী আনুমানিক ২৫ বিঘা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

অশোককুমার জৈন

মহাবীর বস্ত্রালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : ৬৬২২৩

স্বাধীনতা দিবসে ফুলতলায় কালো পতাকা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে ফুলতলা ট্রাফিক মোড়ের কাছে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। পুলিশের নজরে এলে সেটা নামিয়ে নেওয়া হয়। ঐ এলাকার মানুষের মতে নকশাল নামধারী কিছু যুবক ১৪ তারিখ রাতে নাকি ঐ পতাকা তুলে দিয়ে যায়। পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে সঠিক হদিস এখনও পায় নি।

ধুলিয়ান পুরসভায় অনাস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য গত ২৫ জুন ধুলিয়ান পুরসভায় চেয়ারম্যান সি পি এমের আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯ জনের মধ্যে ১০ সদস্য অনাস্থা নোটিশ জারী করেন। অনাস্থার পক্ষে কংগ্রেসের ৭ ও বিজেপির ৩ সদস্য আছেন। অন্যদিকে সিপিএমের ৬, আরএসপি ১, নির্দল ১ ও ফঃ ব্লক ১ মিলে ৯ সদস্য আছেন। শোনা যাচ্ছে আরএসপি দল-ত্যাগী কংগ্রেসের তুরুপের তাস তরুণ সেনকে চেয়ারম্যান ও বিজেপি দল থেকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হবে।

রঘুনাথগঞ্জের দু'জনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিলোমিটার আগে পাতি ভেঙ্গে রাস্তার পাশে কয়েকটি পালটি খেয়ে উল্টে যায়। যাত্রীদের বহরমপুর হাসপাতালে আনা হলে ঐ দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বহু পুরুষ-মহিলা আঘাত নিয়ে বহরম-পুর হাসপাতালে ভর্তি হন। আহতদের মধ্যে অধিকংশই রঘুনাথগঞ্জ ও তার আশপাশ গ্রামের বাসিন্দা। অভিশপ্ত বাসটির কিছু যাত্রীদের মতে বাসটি রিজার্ভ থাকায় ময়াপুর থেকেই বেশ জোরে আসছিল। দুর্ঘটনাস্থলে একটা গর্তে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে উল্টে যায়।

সরকারী অফিস অন্য লোকের দখলে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সবুজের ধ্বংস করছেন। দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বৃন্দদেব হালদার এ বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছেন। অন্য-দিকে ঐ গ্রামেরই গ্রামবাসীরা জঙ্গিপুর মহকুমা ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের কাছে আর এক অভিযোগে দফরপুর অঞ্চলের আর আই ইকবাল সাহেবের নামে অভিযোগ এনেছেন, সরকারী ভাবে ভাড়া নেওয়া ফুলবাবু সেখের বাড়ী আর আই অফিসে বহাল তবিয়তে ফুলবাবু সেখ সপরিবারে বাস করছেন। এ বিষয়ে অভিযোগ করলে ইকবাল সাহেব গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের অনুলিপি জেলা শাসক সহ সরকারী দপ্তরেও পাঠানো হয়েছে।

Good News FOR

B. COM. (HONS.) & PASS STUDENTS

Best Tution Opportunities Offered by

COST ACCOUNTANT, C. A. (FINALIST)

CONTACT : **DUSHMANTA DAS**

C/.o Dr. Swadhin Kumar Das

Godown Road, Raghunathganj. Phone : 66-640

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি — *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার — *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।